৩ আগস্ট ‘ঐতিহাসিক দিন’ ঘোষণা এনসিপির, কর্মসূচি সফল করতে সারাদেশে প্রস্তুতির আহ্বান

সংগৃহীত ছবি

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) তাদের মাসব্যাপী “দেশ গড়তে জুলাই পদযাত্রা” কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। ৩ রা আগস্ট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মতামত ও দাবিকে সামনে রেখে আগামীর কর্মসূচি ঘোষণা করার লক্ষ্যে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক মহাসমাবেশের আয়োজন করেছে দলটি।এই মহাসমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে স্ব স্ব ইউনিটের সাথে সমন্বয় করে ঢাকা শহিদ মিনারে উপস্থিত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১ আগস্ট) এনসিপির প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ মিরাজ মিয়া স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, “"দেশ গড়তে জুলাই পদযাত্রা" কর্মসূচি সম্পন্ন করেছে। বিগত জুলাই মাসজুড়ে এই বাংলাদেশের অসংখ্য জনপদে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-নগরে এনসিপি গিয়েছে। কথা বলেছে শ্রমিক, কৃষক, দিনমজুর, গৃহিণী সহ এদেশের বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষের সঙ্গে। সেখানে এনসিপি'র নেতৃবৃন্দ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, পদযাত্রা শেষে জনগণের এই কথাগুলো তারা তুলে ধরবেন। ঘোষণা করবেন নতুন বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি।"

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ২০২৪ সালের ৩ আগস্ট যেখানে শহীদ মিনারে এক দফার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক স্থানেই আবারও নতুন প্রত্যয়ে সমবেত হবেন এক দফার ঘোষক নাহিদ ইসলাম। তিনি জনগণের পক্ষ থেকে সংগৃহীত বক্তব্য ও চাহিদার ভিত্তিতে এনসিপি'র নতুন প্রতিশ্রুতি তুলে ধরবেন।

এনসিপি'র সদস্য সচিব আখতার হোসেন এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দেশের ৬৪ জেলা থেকে নেতাকর্মীদের শহীদ মিনারে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিটি জেলা ও উপজেলা সমন্বয় কমিটিকে নিজ নিজ অঞ্চল তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সমন্বয় করে কর্মসূচিটি সফলভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

মোহাম্মদ মিরাজ মিয়া স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, “আগামী ৩ আগস্ট বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন হতে যাচ্ছে। এনসিপি দেশের মানুষের স্বপ্ন ও প্রত্যাশাকে ধারণ করে নতুন বাংলাদেশের সনদ উপস্থাপন করবে।”

এনসিপি'র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জুলাই পদযাত্রায় সাধারণ মানুষের মুখে-মুখে যে কথাগুলো উঠে এসেছে, সেইসব কথাই হবে এই কর্মসূচি-এর মূল উপজীব্য। একইসঙ্গে দেশব্যাপী দাবিদাওয়া বাস্তবায়নে পরবর্তী কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরা হবে মহাসমাবেশে।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)